

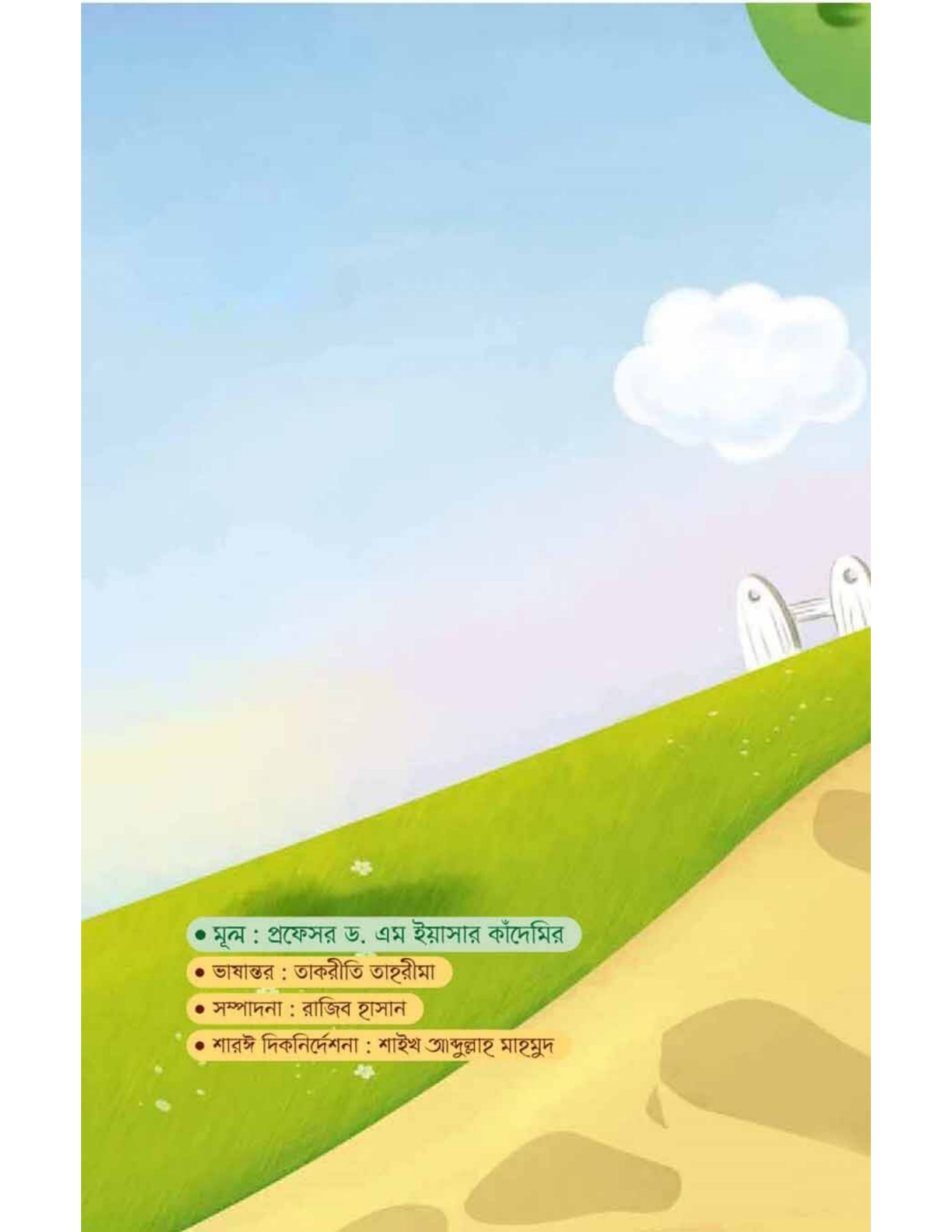


“महान् आल्लाह्‌र नाम्ने यिनि परम करुणामय ॐ असीम दयानु”

गङ्गे गङ्गे ४० शदीज

आयत
प्रकाशनी



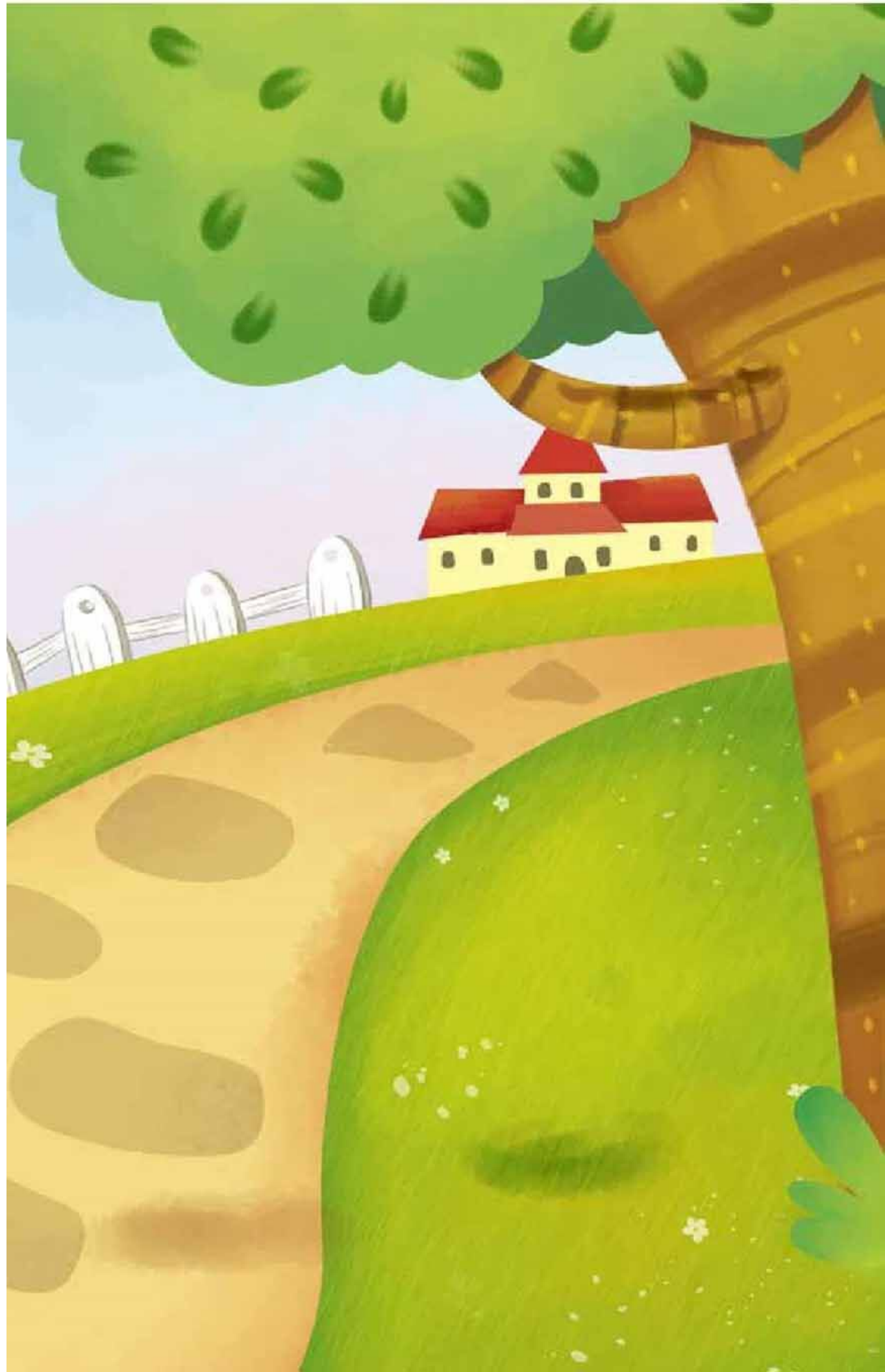


● মূল্ল : প্ৰফেসৰ ড. এম ইয়াসাৰ কাঁদেমিৰ

● ভাষান্তৰ : তাকৰীতি তাহৰীমা

● সম্পাদনা : ৰাজিৰ হাসান

● শাৱঈ দিকনিৰ্দেশনা : শাইখ আব্দুল্লাহ্ মাহমুদ



ଗଳ୍ପସୂଚି

୧.	ମାଧିର ଦଳ	୧୩
୨.	ସିଂହ ବକ୍ସ	୨୦
୩.	ଏକଟି କୋଟି	୨୭
୪.	ଆୟତା	୨୪
୫.	ତିର୍ଦ୍ଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି	୨୪
୬.	ଭୂତ	୭୦
୭.	ଜାତୀୟତା ପ୍ରତିବେଶୀ	୭୨
୮.	ନାଁତେର ଓଷ୍ଠ	୭୫
୯.	ଟାକାର ଥାଲେ	୭୩
୧୦.	ବିଷ	୮୦
୧୧.	ମେଲିଲ ବକ୍ସ	୮୨
୧୨.	ରାଗ	୮୪
୧୩.	ନୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା	୮୬
୧୪.	ସୋତା	୮୯
୧୫.	ଚୋର	୯୨
୧୬.	ଅଭାବୀ ପ୍ରତିବେଶୀ	୯୫
୧୭.	ଟାକା	୯୩
୧୮.	ନାତ	୬୦

● গল্প গল্প ৪০ হাদিস

১৯.	কাতামাছি ভোঁ ভোঁ	৬২
২০.	অগড়াটে ব্যক্তি	৬৫
২১.	জাম গাছ	৬৮
২২.	সাহসী ছেলে	৭০
২৩.	ছাগল ছাতা	৭৩
২৪.	প্রতিভাবাত ছেলে	৭৫
২৫.	প্লাস্টিকের প্লেট	৭৭
২৬.	মিথ্যাবাদী	৮০
২৭.	একটি শিশু কলম	৮৩
২৮.	কাঠবাদাম গাছ	৮৫
২৯.	প্রতিধ্বতি	৮৮
৩০.	পাউরুটি	৯০
৩১.	কুপণ	৯২
৩২.	গাড়ি	৯৪
৩৩.	ধোঁয়া	৯৭
৩৪.	ইট	১০০
৩৫.	অতিথি	১০৩
৩৬.	কাঠুরে	১০৫
৩৭.	রক্তাক্ত ফাইল	১০৮
৩৮.	কারাবাস	১১১
৩৯.	হলুদ গরু	১১৩
৪০.	জুতা	১১৫





লেখক পরিচিতি

প্রফেসর ড. এম ইয়াসার কাঁদেমীর ১৯৪১ সালে তুর্কীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একুশ শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ আলেম। ১৯৬১ সালে তিনি ইস্তাম্বুলের **Higher Islamic Institute** থেকে স্নাতক পাশ করেন। অতঃপর ১৯৬৭ সালে একই প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেন। ১৯৭৭ সাল এসে তিনি হাদিস শাস্ত্রের উপর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। এখন পর্যন্ত লেখকের চল্লিশের অধিক বই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখা বই সারাবিশ্বে আরবী, ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

মম্পাদকের আরজ

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন। ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু
'আলা রাসুলিহিল কারীম।

শিশু-কিশোরদের জন্য আমাদের দেশে অনেক গল্পের বই আছে। গল্পগুলোর ধরণও সবার জানা। যেমন- রূপকথার গল্প, ঈশপের গল্প, ভৌতিক গল্প, সেরা গল্প, হাসির গল্প, এরকম নানা ধরণের গল্প। এ গল্পগুলোতে বাচ্চাদের জন্য কিছু কিছু শিক্ষণীয় বিষয় থাকলেও অধিকাংশ গল্পেই তা থাকে না। বাচ্চারা এসব গল্প পড়ে পড়ে বড় হয়। তাদের মন মগজে এসব গল্পের শিক্ষা গেঁথে যায়। বড় হয়ে তাদের জীবনে প্রতিফলিত হয় ছোটবেলার শিক্ষা। রূপকথার গল্পের সেই সব কাল্পনিক চরিত্র তাদের মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। জীবন চলার পথে বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েও তারা হাতড়িয়ে বেড়ায় সেইসব কাল্পনিক চরিত্র, গল্প। ড্রাগন, রাজকুমারী, ভূত, ভাসমান জায়নামাজে আকাশে উড়ে বেড়ানো, পানির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, আরো কতো কী। এক পর্যায়ে এসবকিছুই তাদের কাছে মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। ছোট বেলায় শিখে আসা অনেক গল্পই যে গালগল্প, বাস্তবতার সাথে যার কোন মিল নেই — এই ব্যাপারটি তখন তারা বুঝতে পারে।





আলহামদুলিল্লাহ! সেই যায়গা থেকে “গল্পে গল্পে চল্লিশ হাদীস” বইটি ব্যতিক্রম। কারণ বইটিতে গল্পের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চল্লিশ হাদীস শেখানো হয়েছে। মহানবী ﷺ এর মুখ নিঃসৃত আসমানী বাণী উঠে এসেছে গল্পে গল্পে।

প্রতিটি গল্পের নির্যাসে রয়েছে নবীজি ﷺ এর সুপরিচিত হাদীস। বইটির লেখক দক্ষ হাতে গল্পে গল্পে সাজিয়েছেন নবীজি ﷺ এর চল্লিশটি হাদীস - যা সহজেই বোধগম্য এবং মনে রাখার মতো। শিশু-কিশোরেরা, এমনকি আমাদের বড়রাও অনেক সময় তাত্ত্বিক আলোচনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলি, সেই যায়গা থেকে এই বইটি স্বতন্ত্র। ছোট বড় সবাই গল্পে গল্পে নবীজি ﷺ এর এই চল্লিশটি হাদীস উপভোগ করতে পারবে বলে আমি মনে করি। আর উপভোগ্য জিনিসের প্রতি মানুষের আগ্রহ কয়েকগুণ বেশীই থাকে।

বইটির গল্পগুলো নিছক কোন গল্প নয়। বরং প্রতিটি গল্পই শিক্ষণীয়। আদব, আখলাক, আচার-আচরণ, পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যসহ নবীজি - এর হাদীস থেকে জীবন গড়ার পাথেয় রয়েছে প্রতিটি গল্পে। গল্পে গল্পে হাদীসের শিক্ষাগুলো শিশু-কিশোরদের একাধারে একজন ভালো মানুষ, একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, সেই সাথে একজন দ্বীনদার মানুষ হতে শিক্ষা দেবে।



○ গল্পে গল্পে ৪০ হাদিস

আমাদের শিশু-কিশোরেরা আমাদের ভবিষ্যৎ। তাদের তরবিয়ত আমাদের হাতেই নিশ্চিত করতে হবে। যাতে করে সে চিনতে পারে তার সৃষ্টিকর্তাকে। তার আদর্শকে। তার জীবন চলার পথকে। এ জন্য তাদেরকে কল্পকাহিনী আর গল্পগল্প না শুনিয়ে এমন কিছু শোনানো উচিত, যাতে তারা জীবনের আসল উদ্দেশ্য খুঁজে পায়।

বড় হয়ে যেন মাতা-পিতাকে সম্মান করতে শিখে। উত্তম আদব, আখলাকে একজন সত্যিকারের মানুষ হয়ে গড়ে ওঠে — এই দু'আ ও প্রত্যাশায়। আল্লাহুম্মা ফাক্কিহু ফিদদীন।

— বান্দা রাজিব হাসান

০৩, জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪২





প্রকাশকের বাণী

আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ, ওয়া 'আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মানওয়ালাহ।

প্রিয় বন্ধুরা, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের জন্য দুইটি জিনিস রেখে গিয়েছেন। কুরআন ও হাদীস। তিনি ﷺ বলেন,

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

“জেনে রাখো, আমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছি এবং তার সাথে আরও অনুরূপ আরেকটি জিনিস (তা হলো হাদীস)।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষকে হিদায়াতের দিকে ডাকতেন। ইসলামের সুন্দর সুন্দর বাণী মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতেন। শিক্ষা দিতেন অনেক অজানা ও উপকারী বিষয়। নবীজি ﷺ এর মুখের এই কথা ও কাজকে হাদীস বলা হয়। তিনি ﷺ যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন, যা কিছু বলার অনুমতি দিয়েছেন, যা করতে নিষেধ করেছেন এসবই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। নবীজি ﷺ এর রেখে যাওয়া হাদীসে রয়েছে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয়। রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন গড়ার পাথর। তার জীবনের প্রতিটি কথাই আমাদের জন্য অনুসরণীয়।

১. আবু দাউদ, মিকদাদ ইবনে মাদিকারাব থেকে বর্ণিত, সনদ সহীহ।

কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন তা তোমরা গ্রহণ কর,
আর তিনি যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।”^২

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মানব জাতির শিক্ষক। তিনি মানুষকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ শিক্ষা দিতেন। জীবন যাপনের সর্বোত্তম পথ চিনিয়া দিতেন। আল্লাহকে পাওয়ার উপায় বলে দিতেন। তিনি ﷺ মানুষকে আখিরাত চিনিয়া দিতেন। জান্নাত ও জাহান্নাম চিনিয়া দিতেন। বলে দিতেন দুনিয়া ও আখিরাতে ভালো থাকার সবকয়টি উপায়। নিষেধ করতেন খারাপ ও ক্ষতিকর জিনিস থেকে। কারণ, তিনি আমাদেরকে আপন ভাইয়ের মতো ভালোবাসতেন।

আমাদের উচিৎ নবীজি ﷺ এর হাদীস সম্পর্কে বেশী বেশী জানা। সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করা। ভালো মানুষ হওয়া তো কেবল তখনই সম্ভব যখন আমরা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করবো, আমাদের ধর্ম সম্পর্কে জানবো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে বেশী বেশী জানবো।

যুগের পর যুগ ধরে আলিমগণ নবীজি ﷺ এর লক্ষ লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে বইপত্র রচনা করেছেন।



অনেকেই নবীজি ﷺ এর হাদীসের ভান্ডার থেকে বাছাইকৃত চল্লিশটি হাদীস নিয়েও বই লিখেছেন। যাতে করে সহজেই তাঁরা মানুষকে নবীজি ﷺ এর হাদীস শিক্ষা দিতে পারেন। অল্প অল্প করে শিখিয়ে মানুষের মনে হাদীসের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করতে পারেন।

এরই ধারাবাহিকতায় আযান প্রকাশনী এবার হাতে নিয়েছে এমনই একটা বই। তুর্কীর বিজ্ঞ আলিম ও লেখক প্রফেসর ড. এম ইয়াসার কাঁদেমীর শিশু-কিশোরদের জন্য **"40 Hadiths for Children with Stories"** বইটি রচনা করেন। বইটি তিনি সাজিয়েছেন সুন্দর সুন্দর গল্পের মাধ্যমে। সুনিপুণ লিখনশৈলীতে ফুটিয়ে তুলেছেন নবীজি ﷺ এর চল্লিশ হাদীস। উক্ত বইটির অনুবাদ করেছেন বোন তাকিরীতি তাহরীমা। সম্পাদনায় ঈষৎ পরিমার্জন, পরিবর্তন ও লেখায় বাঙ্গালিয়ানা এনেছেন ভাই রাজিব হাসান। শারঈ দিক নির্দেশনা দিয়েছেন শাইখ আব্দুল্লাহ মাহমুদ (হাফিয়াহুল্লাহ)। মহান আল্লাহ সকলকেই উত্তম প্রতিদান দিন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই নেক কাজটি সদকায়ে জারিয়াহ হিসেবে কবুল করে নিন। আমীন।

আমরা আশা করি, শিশু-কিশোরেরা গল্পে আঁকা চল্লিশ হাদীস খুব সহজেই তাদের মনে গেঁথে নিতে পারবে। হাদীসগুলোকে নিজেদের জীবনে কাজে লাগাতে পারবে। হয়ে উঠতে পারবে শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মত। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

○ গল্পে গল্পে ৪০ হাদিস

বইটিতে কোন প্রকারের অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে কিংবা অযাচিত কোন ভুল-ত্রুটি চোখে পড়লে উম্মতের প্রয়োজনে অবশ্যই প্রকাশককে অবহিত করবেন। আমরা আমাদের ভুলত্রুটিগুলো সংশোধন করে নিবো। আর বইটি যদি আপনাদের উপকারে আসে তাহলে আমাদের জন্য দু'আ করতে ভুলবেন না যেন।

মা-আস-সালাম!

প্রকাশক,
আযান প্রকাশনী





শারঐ দিক নির্দেশকের বাণী

ইন্নাল হামদা লিল্লাহি ওয়াহদাহ ওয়াস সলাতু ওয়াস সালামু
আলা মাল্লা নাবিয়্যা বা'দাহ

শিশু-কিশোর প্রজন্মকে ইসলামী মূল্যবোধের গড়ে তোলা
আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। ছোটো বয়সে তাদের মেধা-মননে
ইসলামের প্রতি ভালোবাসা গেঁথে দিতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর
রাসুলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। আর এ জন্য
মাঝেমধ্যে তাদেরকে কুরআন ও হাদীস শোনানোর চেয়ে উত্তম
কোনো পদ্ধতি নেই।

সেই লক্ষ্যেই 'গল্পে গল্পে চল্লিশ হাদীস' গ্রন্থটির অবতারণা। শিশু-
কিশোরদের জন্য লিখা এই বইটি। শিশু-কিশোরদেরকে আদব-
আখলাক ও উত্তম গুণাবলী অর্জনে অনুপ্রাণিত করবে এমন
চল্লিশটি হাদীস গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে।

শিশু-কিশোর মানেই গল্পে বুঁদ হয়ে থাকা একটি সময়। গল্প
পেলেই তারা নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায়। লেখক শিশু-কিশোরদের
এই মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টি খুব ভালোভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

প্রথমে খুবই আকর্ষণীয় একটি গল্প উল্লেখ করেছেন।

গল্প বলা শেষ হওয়ামাত্রই গল্পের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ
একটি হাদীস টুক করে বলে দিয়েছেন।

○ গল্পে গল্পে ৪০ হাদীস

ফলে গল্পের তালে তালে তাদের মাথায় একটি হাদীস ঠুকে যাবে। এই অভিনব পদ্ধতির জন্য লেখক প্রশংসা পাবার যোগ্য। কারণ, তিনি যদি গল্পের মাধ্যমে হাদীস শিক্ষাদানের এই পদ্ধতি অনুসরণ না করে সাধারণভাবে হাদীস শুনিতে যেতেন, তবে অনেক শিশু-কিশোর হয়তো হাদীসগুলো গলধঃকরণ করত না।

শিশু-কিশোরদের বই হওয়াই হাদীসের রেফারেন্স দেওয়া হয়নি। তবে সবগুলো হাদীসই গ্রহণযোগ্য, আলহামদুলিল্লাহ। আমি সাধ্যমতো গ্রন্থটিকে নির্ভুল রাখতে চেষ্টা করেছি। এরপরও নিজের অক্ষমতা ও দুর্বলতার কারণে ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। কোনো ভুলচুক দৃষ্টিগোচর হলে, পাঠকদের কাছে আবেদন, আপনারা আমাদের অবহিত করবেন।

আপনাদের দু'আ মুখাপেক্ষী

আবদুল্লাহ মাহমুদ



পাখির দল



একদিন এক শিকারী পাখি ধরার জন্য নদীর ধারে জাল পেতেছিলো। শিকারী লোকটি জালের ভিতরে শস্যজাতীয় কিছু খাবার রেখেছিল, যেন পাখিরা সেগুলো খেতে এসে ফাঁদে আটকে যায়। কিছুক্ষণ পর শিকারী লোকটি ফিরে এসে দেখলো ফাঁদে বেশ কয়েকটি পাখি ধরা পড়েছে। যেই না সে পাখিগুলোকে ধরতে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে পাখিরা সব ফাঁদসহ আকাশের দিকে উড়ে চলে গেল।

পাখিদের এই ঐক্য দেখে শিকারী লোকটি বেশ অবাক হলো। সে মনে মনে ভাবলো, হয়তো কিছুদূর গিয়েই পাখিরা সব মাটিতে পড়ে যাবে। ওমনি সে খপ করে তাদেরকে ধরে ফেলবে। বুকে আশা নিয়ে সে তখন পাখির দলের পিছু পিছু ছুটতে লাগলো। রাস্তায় তার সাথে এক ব্যক্তির দেখা হলো। তাকে হস্তদন্ত হয়ে ছুটতে দেখে সে জিজ্ঞেস করলো,

- আরে মশাই! কোথায় ছুটছেন?

○ গল্প গল্প ৪০ হাদিস

আকাশের দিকে ইশারা করে শিকারী লোকটি বলল,

- “ঐ যে! ওই পাখিগুলোকে ধরতে যাচ্ছি।”

হাসতে হাসতে লোকটি বললো,

- “আল্লাহ তোমাকে জ্ঞান দিন, তুমি আকাশপানে উড়ে চলা পাখির দলকে কিভাবে ধরবে?”

শিকারী লোকটি বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে বললো,

- “ফাঁদে যদি একটি পাখি থাকতো, তাহলে আমি এদের পিছনে ছুটতাম না। সময়ই বলে দিবে আমি তাদেরকে ধরতে পারবো কী না?”

অবশেষে শিকারী লোকটির কথাই ঠিক হলো। যখন দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো। পাখিরা সব নিজ নিজ বাসায় ফিরে যেতে চাইলো। একদল জঙ্গলের দিকে যেতে চাইলো, একদল খালের দিকে, একদল পাহাড়ের দিকে, আরেকদল ঝোপের দিকে যেতে চাইল। পাখিদের একেক দল একেক দিকে যাওয়ার কারণে কেউই সফল হতে পারল না। এদিক সেদিক টানা হেঁচড়ার কারণে তাদের পায়ে ও গায়ে জাল পেঁচিয়ে গেলো। কোন কায়দা করতে না পেরে তারা সবাই বিধ্বস্ত হয়ে জমিনে আছড়ে পড়লো। শিকারী লোকটি সুযোগ বুঝে তাদেরকে বগলদাবা করে বাড়িতে নিয়ে গেল।

বেচারা পাখির দল! তারা যদি কেবল আমাদের নবী ﷺ এর এই হাদীসটি জানতো, তাহলে তারা কখনই বিচ্ছিন্ন হতো না। বরং একসাথে ঐক্য নিয়ে মিলেমিশে থাকতো।



শিকারীর হাতে কখনই ধরা পড়তো না:

فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ

“তোমরা দলবদ্ধ হয়ে থাকবে। কেননা দলচ্যুত
বকরীকে নেকড়ে বাঘে ভক্ষণ করে থাকে।”

(নাসায়ী শরীফ)





গল্প - ২

সিংহ বন্ধু

এক দেশে ছিলো এক অদ্ভুত নিয়ম। সেই দেশের জনগণকে ভয়ংকর শাস্তি দেওয়া হতো। কেউ কোনো অপরাধ করলে তাকে ক্ষুধার্ত সিংহের সামনে আটকে রাখা হতো। আর সেই সিংহ তাকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলতো। এই দৃশ্য দেখার জন্য দেশের জনগণ দলে দলে ভিড় করতো সেখানে।

একবার এক গরীব দাসকে তার অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া হচ্ছিলো। তার অপরাধ ছিল এই যে, সে তার মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিলো। চারিদিকে উঁচু দেয়ালে ঘেরা একটি জায়গায় তাকে আটকে রাখা হলো। এরপর ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল এক ক্ষুধার্ত সিংহকে। ভিতরে শুধু অপরাধী দাস আর ক্ষুধার্ত সিংহ। আর কেউ নেই সেখানে। দেয়ালের বাইরে থেকে জনগণ এই দৃশ্য দেখছিলো। টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছিলো সবার মাঝে।

সিংহটি তার স্বভাবসুলভ ভঙিমায় ধেয়ে যাচ্ছে দাসটির দিকে। সে এবার ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপর। একদম কাছাকাছি চলে এসেছে।